দৈনিক খবর 56

তারিখ 22 MAR 1990
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

পাঁচজন উপাচার্যঃ বাম দিক থেকে মরহুম ডঃ মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী, মরহুম ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী, ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী, অধ্যাপক মোহম্মদ শামসুল হক ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান

স্বাধীনতার পর ঢাকা ভার্সিটির অবস্থা

কোন উপাচার্যই মেয়াদ শেষ করে বিদায় নিতে পারেননি

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

স্বাধীনতা-উত্তর ১৮ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত জন উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের কেউই মেয়াদ শেষ করে বিদায় নিতে পারেননি। ভারপ্রাপ্ত দু'জন বাদে পূর্ণকালীণ পাঁচ জন উপাচার্যই সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পদত্যাগ করেছেন।

১৯২১ সালে তৎকালীন পূর্ব-বঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী) ঢাকায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত গত ৭০ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৯ জন উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে ১২ জন ও স্বাধীনতা-উত্তরকাছে ৭ জন উপাচার্য হয়েছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ১৮ বছরে নিযুক্ত সাত জন উপাচার্যের মধ্যে চার বছর মেয়াদে নিযুক্ত হন পাঁচ জন। এ পাঁচ জনই পরিস্থিতির

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

কোন উপাচার্যই মেয়াদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেক্ষিতে মেয়াদ পূর্তির আগেই পদত্যাগ করে বিদায় নিয়েছেন। ফলে ঐ সময়কালে আরো দু'জনকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য করতে হয়েছে। বর্তমান উপাচার্যসহ তিনজন উপাচার্য ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

জানা গেছে, স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র এক বছর তিন মাস পরে ১৯৭৩ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। পরে তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী করা হয়।

ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর পরে ১৯৭৩ সালের ১৩ই এপ্রিল ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরীকে চার বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশে ব্যাপক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে বিরাজমান পরিস্থিতিতে একমাস না যেতেই ৭৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি পদত্যাগ করে চলে যান। তাঁর কার্যকাল ছিল প্রায় আড়াই বছর।

ডঃ মতিন চৌধুরী বিদায়ের পরে ৭৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক মুহাম্মদ শামস্-উল-হককে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৭৬ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ পান।

ডঃ হালিম চৌধুরীই স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র উপাচার্য, যিনি প্রথম চার বছরের মেয়াদ শেষ করে দ্বিতীয়বারের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। কিন্তু দ্বিতীয় চার বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ দেশে সরকার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকারবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় এক রক্তাক্ত অধ্যায়। ক্যাম্পাসে এ সময়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি ৮৩ সালের ২০শে মার্চ পদত্যাগ করেন।

ডঃ হালিম চৌধুরীর পরে ৮৩ সালের ২১শে মার্চ থেকে ডঃ একেএম সিদ্দিককে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য করা হয়। তিনি ৮৩ সালের ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। এবং ৮৩ সালের ১৭ই আগস্ট অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হককে চার বছরের জন্য উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনিও আড়াই বছরের কম সময় দায়িত্বে ছিলেন। দায়িত্ব পালনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসমূলক ঘটনার এক পর্যায়ে উপাচার্য ভবনে অগ্নিসংযোগের এক দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি পদত্যাগ করেন ১৯৮৬ সালের ১২ই জানুয়ারী। শামসুল হকের পদত্যাগের পরে তৎকালীন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান প্রথমে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও পরে চার বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত হন। তাঁর মেয়াদ আগামী জুলাইয়ে শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক সংঘর্ষে ছাত্রনেতা শহীদুল ইসলাম চুনু নিহত হবার পরে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর পদত্যাগের দাবীসহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অধ্যাপক মান্নান পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ ২২শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যান্সেলরের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করবেন বলে জানা গেছে।